শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

ভক্ত চরিত্র খণ্ড

গোস্বামী গোলোকের স্পর্শে শাপগ্রস্ত আত্মার মুক্তি

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নির্জ্জনে।
গোস্বামী গোলোকচাঁদে বলিল যতনে।।
কত ঠাঁই কতদিনে কর দৌড়াদৌড়ি।
অদ্য যাও গজারিয়া লক্ষণের বাড়ী।।
শুনিয়া গোলোকচাঁদ করিল গমন।
বেগেতে চলিল হ'য়ে হরষিত মন।।
জয়-হরিবল মন, গৌর-হরিবল।
নামধ্বনি করি চলে তেজেতে অনল।।
ক্ষণে লম্ফ ক্ষণে দৌড়ে নামে করে দর্প।
বিল মধ্যে দেখে এক অজগর সর্প।।
বিল মধ্যে খাল এক আড়ে দুই নল।
নামিল পাগল তা'তে উরু সম জল।।
সেই জল মধ্য হ'তে উঠে অজগর।
ভেসে উঠে তাহার প্রকাণ্ড কলেবর।।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন আকাশের তারা।
নাসারন্ধ্রে করমুষ্টি যায় যেন ধরা।।
চক্ষু মুখ লাল নাসারন্ধ্রে টানে জল।
হইতেছে শব্দ বুড়্ বুড়্ কল্ কল্।।
শ্বাস পরিত্যাগে 'স্বাহা' 'স্বাহা' শব্দ করে।
নর্দ্দমার জল যেন বেগে পড়ে সরে।।
সর্ব্ব অঙ্গ অজগর কালকুট বর্ণ।
মস্তক উপরে মণি ভৃগু-পদ-চিহ্ন।।
গোস্বামী অঙ্গে যেই কান্থাখানি ছিল।
শ্বাস পরিত্যাক্ত জলে কান্থা ভিজে গেল।।
বদন ব্যাদন করি পড়িল অমনি।
দন্ত দুই পাটি যেন মুক্তার গাঁথনি।।
তাহা দেখি পাগলের লাগে চমৎকার।
বুঝিতে না পারে মর্ম কি হ'ল ব্যাপার।।
খালপার হয়ে কূলে রহে দাঁড়াইয়া।
অজগর পানে প্রভু রহিল চাহিয়া।।
এ কখন সর্প নহে ভাবে মনে মনে।
ধাইয়া চলিল সর্প পাগলের স্থানে।।
হাঁ করিয়া পাগলকে চলিল গ্রাসিতে।
পাগল দৌড়িয়া যায় তাহার ত্রাসেতে।
ক্ষণেক দৌড়িয়া শেষে দেখেন ফিরিয়া।
আসিতেছে অজগর মুখ বিস্তারিয়া।।
গোস্বামী ভেবেছে মনে ভয় করি কার।
মরণ জীবনসম হরিনাম সার।।
লইয়া বাবার নাম মারিতেছি ডঙ্কা।
চৌদ্দ ভুবনের মধ্যে কারে করি শঙ্কা।।
এসেছে আমাকে খেতে উহাকে ধরিব।
ধরিয়া লইয়া মহাপ্রভুকে দেখা'ব।।
হনুমান গিয়াছিল গন্ধমাদনেতে।
পর্ব্বত মাথায় রাখে সূর্য্য শ্রবণেতে।।
ভরত বাটুলাঘাতে মুখে উঠে রক্ত।
রামনাম লইয়া বাঁচিল রামভক্ত।
প্রথমতঃ কুম্ভীরিণী করিল উদ্ধার।
কালনেমী রাক্ষসের জীবন সংহার।।
কাহারে না করে ভয় রামনাম জোরে।
নির্ভয় শরীরে হনু রামকার্য্য করে।।
কিছার এ ছার প্রাণে কেন বেঁচে রই।
ভাবিতেছি মানব-জনম হ'ল কই।।
বুঝি এই হেতু পাঠা'লেন কল্পতরু।
সর্প দর্প দেখে কেন হই এত ভীরু।।